Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya

Department of Philosophy

BAGDOGRA, WEST BENGAL

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম সহায়িকা • দর্শন শাস্ত্র

বৌদ্ধ দর্শনের কার্যকারণ তত্ত্ব
(Theory of Causation in Buddhism)

প্রতীত্যসমুৎপাদ, দ্বাদশ নিদান ও ক্ষণিকবাদের এক সর্বাত্মক দার্শনিক সমীক্ষা

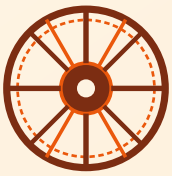

উৎস গ্রন্থ: *An Introduction to Indian Philosophy*
লেখকদ্বয়: ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত
অধ্যায় ৪: The Bauddha Philosophy (পৃষ্ঠা ১১৯–১৬০)

১. ভূমিকা: কার্যকারণ তত্ত্বের কেন্দ্রীয় তাৎপর্য

বৌদ্ধ দর্শনের সুবিশাল এবং বৈচিত্র্যময় চিন্তাধারার মূল ভিত্তিপ্রস্তর হলো এর কার্যকারণ তত্ত্ব (Theory of Causality)। ভগবান বুদ্ধের সমগ্র বোধিলাভ, চতুরার্য সত্য (Four Noble Truths) এবং দুঃখ নিবৃত্তির অষ্টাঙ্গিক মার্গ মূলত একটি অমোঘ বিশ্বজনীন কার্যকারণ নিয়মের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত তাঁদের সুবিখ্যাত গ্রন্থ *An Introduction to Indian Philosophy*-এ দেখিয়েছেন যে, গৌতম বুদ্ধ কোনো তাত্ত্বিক দার্শনিক জল্পনাকল্পনা বা তত্ত্বালোচনার (Speculative Metaphysics) পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ছিলেন মূলত একজন মানবতাবাদী নৈতিক শিক্ষক ও সংস্কারক। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর মর্মন্তুদ দৃশ্য দর্শনে ব্যথিত হয়ে তিনি কেবল একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন—জগতের দুঃখের কারণ কী এবং তা চিরতরে নিবারণের উপায় কী?

এই প্রশ্নের অনুসন্ধানে বুদ্ধ যে মূল সত্যটি উপলব্ধি করেছিলেন, তা হলো জগতের কোনো ঘটনাই আকস্মিক, অলৌকিক বা বিনাকারণে ঘটে না; প্রতিটি ঘটনার পশ্চাতেই একটি অনিবার্য শর্ত ও কারণ রয়েছে। জগতের যাবতীয় মানসিক ও শারীরিক অভিব্যক্তির এই শর্তাধীন উৎপত্তিকেই বৌদ্ধ দর্শনে বলা হয় **প্রতীত্যসমুৎপাদ** (পালি: *Paṭiccasamuppāda*; সংস্কৃত: *Pratītyasamutpāda*)। ড. চট্টোপাধ্যায় ও ড. দত্তের ভাষায়, বুদ্ধের এই কার্যকারণ তত্ত্ব কেবল নীতিদর্শনের ভিত্তি নয়, বরং বৌদ্ধ অধিবিদ্যা, ক্ষণিকবাদ, অনাত্মবাদ এবং পরবর্তীকালে শূন্যতাবাদের মূল স্তম্ভ।

২. প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যুৎপত্তিগত ও পারিভাষিক অর্থ

'প্রতীত্যসমুৎপাদ' শব্দটি দুটি সংস্কৃত শব্দের সমন্বয়ে গঠিত: 'প্রতীত্য' (Pratītya) এবং 'সমুৎপাদ' (Samutpāda)।

- **প্রতীত্য (Pratītya):** এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'কোনো কিছুকে লাভ করে' বা 'কোনো শর্তের ওপর নির্ভর করে' (having received, depending on or conditioned by)।
- **সমুৎপাদ (Samutpāda):** এর অর্থ হলো 'উৎপত্তি' বা 'আবির্ভাব' (arising, origination or coming into being)।

অতএব, আক্ষরিক অর্থে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলতে বোঝায়—**'শর্তাধীন উৎপত্তি' (Conditional Existence or Dependent Origination)**। অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু বা অবস্থাকে আশ্রয় করে বা শর্ত হিসেবে পেয়ে অপর একটি বস্তুর উৎপত্তি হওয়া। পালি ত্রিপিটকে এই নিয়মের সনাতন সূত্রটি অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত হয়েছে:

> "ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্সোপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি।
> ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্ঝতি।"
> — অর্থাৎ: এটি থাকলে ওটি হয়; এটির উৎপত্তিতে ওটির উৎপত্তি ঘটে। এটি না থাকলে ওটি হয় না; এটির নিরোধ বা ধ্বংসে ওটিরও নিরোধ ঘটে।

বুদ্ধের মতে, জগৎ কোনো অন্ধ আকস্মিকতার খেলা নয় (যদৃচ্ছাবাদ নয়), আবার কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের খেয়ালখুশির সৃষ্টিও নয়। জগতে একটি শাশ্বত, প্রাকৃতিক ও স্বয়ংক্রিয় কার্যকারণ নীতি কাজ করে চলেছে, যাকে বলা হয় 'ধর্ম' (Dhamma)। ড. চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত উল্লেখ করেছেন যে, বুদ্ধ প্রতীত্যসমুৎপাদকে ধর্মের সাথে অভিন্ন গণ্য করতেন। বুদ্ধের ভাষায়: "যো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্সতি সো ধম্মং পস্সতি, যো ধম্মং পস্সতি সো পটিচ্চসমুপ্পাদং পস্সতি" (যিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করেন, তিনি ধর্মকে দর্শন করেন; আর যিনি ধর্মকে দর্শন করেন, তিনি প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শন করেন)।

৩. চরমপন্থী দুই মতবাদের বর্জন: মাধ্যমিকা বা মধ্যম পন্থা

চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত অত্যন্ত গভীরভাবে তুলে ধরেছেন যে, কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বুদ্ধ তৎকালীন ভারতবর্ষে প্রচলিত দুটি চরমপন্থী অধিবিদ্যাগত মতবাদকে সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন:

1. **শাশ্বতবাদ (Eternalism / Śāśvatavāda):** উপনিষদিক ও বৈদিক ধারার বহু দার্শনিক বিশ্বাস করতেন যে জগতে কোনো এক নিত্য, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত সত্তা রয়েছে—যেমন আত্মা বা ব্রহ্ম। বুদ্ধ এই মত প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ প্রত্যক্ষ জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল ও শর্তাধীন। কোনো কিছুই চিরন্তন বা স্বয়ম্ভু নয়।
2. **উচ্ছেদবাদ বা শূন্যবাদ (Nihilism / Ucchedavāda):** আবার চার্বাকদের মতো বস্তুবাদীরা প্রচার করতেন যে মৃত্যুর পর সবকিছু নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যায় এবং কোনো কার্যকারণ পরম্পরা অবশিষ্ট থাকে না। বুদ্ধ এই উচ্ছেদবাদকেও ভ্রান্ত বলেন; কারণ বস্তু একেবারে ধ্বংস হয় না, তা কারণরূপে পরিবর্তিত হয়ে নতুন কার্যের জন্ম দেয়।

অতএব, প্রতীত্যসমুৎপাদ হলো শাশ্বতবাদ এবং উচ্ছেদবাদের মধ্যবর্তী এক বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি—যা ভারতীয় দর্শনে **মধ্যম মার্গ বা মাধ্যমিকা পথ (The Middle Way)** নামে পরিচিত। কোনো বস্তু একান্ত শাশ্বতও নয়, আবার একান্ত ধ্বংসশীলও নয়; তা শর্তসাপেক্ষে উৎপন্ন ও নিরুদ্ধ হয়।

চিত্র ১: শাশ্বতবাদ ও উচ্ছেদবাদের বিপরীতে বুদ্ধের কার্যকারণভিত্তিক মধ্যম মার্গ (The Middle Path)

৪. কার্যকারণ তত্ত্বের ব্যবহারিক রূপ: দ্বাদশ নিদান ও ভবচক্র

বুদ্ধের কার্যকারণ তত্ত্ব নিছক কোনো নিষ্ক্রিয় তাত্ত্বিক দর্শন নয়; এর সরাসরি প্রয়োগ ঘটেছে মানব জীবনের দুঃখের উৎপত্তি ব্যাখ্যায়। দুঃখের কারণ নির্ণয় প্রসঙ্গে বুদ্ধ দ্বাদশ অঙ্গ বা বারোটি কার্যকারণ শৃঙ্খলের উন্মোচন করেন। ভারতীয় দর্শনে এটি **দ্বাদশ নিদান (Dvādaśa Nidāna)**, **ভবচক্র (Wheel of Rebirth / Bhava-cakra)** বা **সংসারচক্র** নামে খ্যাত।

ড. চট্টোপাধ্যায় ও ড. দত্তের গ্রন্থানুযায়ী, গৌতম বুদ্ধ বর্তমান মানবজীবনের প্রত্যক্ষ দুঃখ থেকে পেছনের দিকে কার্যকারণ অনুসন্ধান করে এই দ্বাদশ শৃঙ্খলে উপনীত হন। কার্য থেকে কারণে যাওয়ার এই প্রণালীকে বলা হয় 'প্রতিলোম সমুৎপাদ' (Regressive causal analysis), আর মূল কারণ থেকে ধাপে ধাপে কার্যে পৌঁছানোকে বলে 'অনুলোম সমুৎপাদ' (Progressive order)।

দ্বাদশ নিদানের শৃঙ্খল (১২টি স্তর):

1. **জরামরণ (Old age and Death / Jarā-maraṇa):** মানবজীবনের প্রত্যক্ষ দুঃখ হলো রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যু। এর কারণ হলো জন্ম।
2. **জাতি বা পুনর্জন্ম (Rebirth / Jāti):** যদি কোনো ব্যক্তির জন্মই না হতো, তবে তার জরা ও মরণ ঘটত না। জন্মের কারণ হলো জন্মের জন্য ভব বা প্রবণতা।
3. **ভব (Will to be Born / Tendency / Bhava):** পুনরায় জন্মগ্রহণ করার অন্ধ অভ্যন্তরীণ বাসনা বা প্রবণতা। এর মূলে রয়েছে উপাদান।
4. **উপাদান (Clinging / Attachment / Upādāna):** পার্থিব বিষয়ের প্রতি তীব্র মানসিক আঁকড়ে ধরা বা আসক্তি। আসক্তির উৎস হলো তৃষ্ণা।
5. **তৃষ্ণা (Craving / Thirst / Tṛṣṇā):** বিষয়ভোগের লালসা বা বাসনা। তৃষ্ণার কারণ হলো পূর্ববর্তী অনুভূতি বা বেদনা।
6. **বেদনা (Sense-experience / Feeling / Vedanā):** সুখকর বা দুঃখকর সংবেদন। বেদনা তখনই উৎপন্ন হয় যখন ইন্দ্রিয়ের সাথে বিষয়ের স্পর্শ ঘটে।
7. **স্পর্শ (Sense-object Contact / Sparśa):** বাহ্য বিষয়ের সাথে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ। স্পর্শ সম্ভব হয় ষড়ায়তনের উপস্থিতিতে।
8. **ষড়ায়তন (Six Cognition Organs / Ṣaḍāyatana):** পাঁচটি বহিরিন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক) এবং অভ্যন্তরীণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়—মন। এরা নির্ভর করে নামরূপের ওপর।
9. **নামরূপ (Mind-Body Organism / Nāma-rūpa):** মাতৃগর্ভে গঠিত প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (নাম) ও দৈহিক আকার (রূপ)। এর বিকাশ নির্ভর করে আদি চেতনার ওপর।
10. **বিজ্ঞান (Initial Consciousness of Embryo / Vijñāna):** মাতৃগর্ভে ভ্রূণের স্ফুরণ ঘটায় যে আদি চেতনা। এই চেতনা অতীত জীবনের সংস্কার দ্বারা নির্ধারিত হয়।
11. **সংস্কার (Past Impressions / Karma / Saṁskāra):** অতীত জন্মের ভালো-মন্দ কাজের অন্ধ সংস্কার ও অপূর্ণ কর্মপ্রবৃত্তি। সংস্কারের জন্ম হয় অবিদ্যার কারণে।
12. **অবিদ্যা (Ignorance / Avidyā):** চতুরার্য সত্য এবং জগতের অনিত্য স্বভাব সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মোহ। এই অবিদ্যাই হলো সমস্ত দুঃখশৃঙ্খলের মূল শিকড়।

চিত্র ২: ত্রিকালব্যাপী (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) দ্বাদশ নিদানের সুসংবদ্ধ ভবচক্র প্রবাহ

ত্রিমার্গ ও ত্রিকালের সাপেক্ষে নিদানসমূহের বিন্যাস:

বৌদ্ধ আচার্যগণ এই দ্বাদশ অঙ্গকে সুবিধার জন্য তিনটি কালের মধ্যে বিন্যস্ত করেছেন (যেমনটি অভিধর্ম্মত্থসঙ্গহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে):

কালের পর্যায়	নিদানের নাম	কার্যকারণগত ভূমিকা
১. অতীত জীবন (Past Life)	(১) অবিদ্যা ও (২) সংস্কার	অতীত জন্মের কারণসমূহ—যা বর্তমান জীবনকে সূচনা করে।
২. বর্তমান জীবন (Present Life)	(৩) বিজ্ঞান, (৪) নামরূপ, (৫) ষড়ায়তন, (৬) স্পর্শ ও (৭) বেদনা	অতীত কারণের প্রত্যক্ষ ফল (অতীতের কর্মফল ভোগ)।
বর্তমান জীবনের কারণ	(৮) তৃষ্ণা, (৯) উপাদান ও (১০) ভব	বর্তমান জীবনের কর্ম ও আসক্তি—যা ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ রোপণ করে।
৩. ভবিষ্যৎ জীবন (Future Life)	(১১) জাতি এবং (১২) জরামরণ (শোক, দুঃখ ইত্যাদি)	বর্তমান আসক্তি ও কর্মের অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যৎ ফল।

৫. প্রতীত্যসমুৎপাদের দার্শনিক অনুসিদ্ধান্তসমূহ

ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত তাঁদের গ্রন্থে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে, প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বটি নিছক নীতিমূলক ব্যাখ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি বৌদ্ধ দর্শনের মৌলিক অধিবিদ্যাগত নীতিগুলির জন্মদাতা:

ক. সর্বঅনিত্যতাবাদ ও ক্ষণিকবাদ (Kṣaṇikavāda)

প্রতীত্যসমুৎপাদ থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয় **অনিত্যতাবাদ (Doctrine of Universal Impermanence)**। যেহেতু প্রতিটি বস্তুই কিছু শর্ত বা কারণের ওপর নির্ভর করে উৎপন্ন হয়, সেহেতু সেই কারণ বা শর্তের অপসারণ ঘটলেই বস্তুটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। বুদ্ধের অমোঘ বাণী: "যদ উৎপাদধর্মী, তদ্ নিরোধধর্মী"—যার উৎপত্তি আছে, তার বিনাশও সুনিশ্চিত।

পরবর্তী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই অনিত্যতাবাদকে আরও তাত্ত্বিক রূপ দিয়ে **ক্ষণিকবাদে (Theory of Momentariness)** উন্নীত করেন। ক্ষণিকবাদ অনুযায়ী, কোনো বস্তুই দুই মুহূর্তের জন্য স্থির থাকে না; প্রতিটি বস্তুর স্থায়িত্ব কেবল এক চরম অবিভাজ্য মুহূর্ত মাত্র (One partless moment)। এই মতের সপক্ষে বৌদ্ধরা 'অর্থক্রিয়াকারিত্ব' (Arthakriyākāritva)-কে সত্তার লক্ষণ বলে ঘোষণা করেন:

> "অর্থক্রিয়াকারিত্বলক্ষণং সৎ"
> — অর্থাৎ, কোনো বস্তু কেবল তখনই সৎ বা বাস্তব, যখন তা কোনো ফল বা ক্রিয়া উৎপাদনে সমর্থ।

বৌদ্ধ তার্কিকদের যুক্তি হলো—স্থির বা অপরিবর্তনশীল বস্তু কখনো কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। যদি ধানের বীজ চিরকাল অপরিবর্তিত থাকত, তবে তা কখনোই অঙ্কুরোদ্গম করতে পারত না। গোলায় থাকা বীজ এবং মাটিতে জল-হাওয়ায় নিষিক্ত বীজ এক নয়। প্রতিক্ষণে কার্য পরিবর্তিত হচ্ছে মানে কারণও প্রতিক্ষণে রূপান্তরশীল। সুতরাং বস্তুমাত্রই ক্ষণিক।

খ. অনাত্মবাদ (Doctrine of Non-Soul / Anattāvāda)

সনাতন দর্শন মনে করত, মানুষের দেহের ভেতরে এক চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় আত্মা বিরাজ করে। কিন্তু প্রতীত্যসমুৎপাদের সার্বিক পরিবর্তনশীলতার নীতি থেকে কোনো জীব বা আত্মাও মুক্ত হতে পারে না। অতএব, বুদ্ধ দেহাতিরিক্ত কোনো স্থায়ী আত্মার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। বুদ্ধের মতে, তথাকথিত 'আত্মা' হলো পঞ্চস্কন্ধের (Pañca-skandha) এক সাময়িক যৌগিক প্রবাহ মাত্র:

- **রূপ (Rūpa):** জড় শরীর ও ভৌতিক অবয়ব।
- **বেদনা (Vedanā):** সুখ-দুঃখ ও নিরপেক্ষ অনুভূতির ধারা।
- **সংজ্ঞা (Sañjñā):** বিষয় প্রত্যক্ষণ, ধারণা ও নামকরণ।
- **সংস্কার (Saṁskāra):** অতীত কর্মজাত ইচ্ছা ও মানসিক প্রবণতা।
- **বিজ্ঞান (Vijñāna):** আত্মচেতনা বা বিশুদ্ধ অনুভূতি প্রবাহ।

নাগসেন মিলিন্দরাজার সংলাপে (মিলিন্দপঞ্হো) দেখিয়েছেন, রথের চাকা, অক্ষদণ্ড, ধনু ইত্যাদি অংশ পৃথক করলে যেমন আলাদা কোনো 'রথ' থাকে না, ঠিক তেমনই পঞ্চস্কন্ধের অতিরিক্ত কোনো 'ব্যক্তি' বা 'আত্মা' নেই।

গ. কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের অভিনব সমন্বয় (Rebirth without Transmigration)

এখানে এক জটিল দার্শনিক প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে: যদি কোনো স্থায়ী আত্মাই না থাকে, তবে মৃত্যুর পর কর্মফল কে ভোগ করে এবং পুনর্জন্ম কীভাবে সম্ভব?

চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন যে, বৌদ্ধ দর্শন **আত্মার স্থানান্তর (Transmigration)** মানে না, কিন্তু **জীবনের কার্যকারণগত ধারাবাহিকতা (Continuity of Causal Stream)** স্বীকার করে। বুদ্ধ একে প্রদীপের শিখার দৃষ্টান্তে ব্যাখ্যা করেছেন: রাতের প্রদীপের এক মুহূর্তের শিখা পরবর্তী মুহূর্তের শিখাকে জন্ম দিয়ে নিজে নিভে যায়। দুটি শিখা হুবহু এক নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন কার্যকারণ শৃঙ্খলা রয়েছে। ঠিক তেমনই বর্তমান

জীবনের অন্তিম মানসিক মুহূর্ত বা বিজ্ঞান ভবিষ্যৎ জীবনের আদি বিজ্ঞানের শর্ত হয়ে ওঠে। অতএব আত্মা না থাকলেও কার্যকারণ নিয়মে পুনর্জন্ম এবং কর্মফল অক্ষুণ্ণ থাকে।

৬. বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভেদে কার্যকারণ তত্ত্বের বিবর্তন

বুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর বৌদ্ধ দর্শনের যে বিভিন্ন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে, তাদের প্রত্যেকের তত্ত্বের মূলে ছিল প্রতীত্যসমুৎপাদের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্লেষণ:

সম্প্রদায় / শাখা	প্রধান দার্শনিক	কার্যকারণ তত্ত্বের দৃষ্টিভঙ্গি	দার্শনিক তাৎপর্য
বৈভাষিক (Vaibhāṣika)	কাত্যায়নীপুত্র, বসুমিত্র	প্রত্যক্ষ বস্তুবাদ (Direct Realism); কার্যকারণ নিয়মে বাহ্য বস্তু ও চিত্ত উভয়েই ক্ষণস্থায়ী সত্য।	সর্বাস্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ধর্মের অস্তিত্ব স্বীকার।
সৌত্রান্তিক (Sautrāntika)	কুমারলাত, যশোমিত্র	অনুমিতিবস্তুবাদ (Representationism); বাহ্য বস্তু ক্ষণিক, মনের প্রতিরূপ থেকে বাহ্য কারণ অনুমানগম্য।	কার্যকারণের সূক্ষ্ম মানসিক প্রতিরূপ গ্রহণ।
যোগাচার (Yogācāra)	অসঙ্গ, বসুবন্ধু	বিজ্ঞানবাদ (Subjective Idealism); বাহ্য জগৎ অলীক, আলয়বিজ্ঞানই একমাত্র কার্যকারণমূলক মানসিক প্রবাহ।	চেতনাই কারণরূপে বিষয়াকারে প্রতিভাত হয়।
মাধ্যমিক (Mādhyamika)	নাগার্জুন, চন্দ্রকীর্তি	শূন্যতাবাদ (Relativism); প্রতীত্যসমুৎপাদই হলো শূন্যতা। কোনো বস্তুরই স্বকীয় স্বভাব বা পরম সত্তা নেই।	"যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদঃ শূন্যতাং তাং প্রচক্ষ্মহে"—পরম সত্যের অনির্দেশ্যতা।

৭. আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি ও তুলনামূলক মূল্যায়ন

ড. চট্টোপাধ্যায় ও দত্ত আধুনিক পাশ্চাত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক অঁরি বের্গসোঁর (Henri Bergson) '*élan vital*' বা প্রাণাবেগ তত্ত্বের সাথে বুদ্ধের ভব ও প্রতীত্যসমুৎপাদের চমৎকার তুলনা করেছেন। আধুনিক জীববিজ্ঞান যেমন জীবদেহের রূপান্তরকে কেবল বাহ্যিক অন্ধ প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়ে নয়, ভেতরের এক অন্তর্নিহিত চালিকাশক্তি দ্বারা বোঝার চেষ্টা করে, বুদ্ধ বহু শতাব্দী পূর্বেই দেখিয়েছিলেন যে জীবনের রূপ কেবল পদার্থের সঞ্চয় নয়—তা অভ্যন্তরীণ তৃষ্ণা ও ভবের বহিঃপ্রকাশ।

একইভাবে আধুনিক তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞান (কোয়ান্টাম মেকানিক্স) যেখানে কোনো বস্তুর পরম বিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব অস্বীকার করে সামগ্রিক পারস্পরিক সম্পর্কের জাল (Interdependence / Web of relations) হিসেবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখে, তার মূল ভাবাদর্শ আড়াই হাজার বছর আগে নাগার্জুন ও বুদ্ধের প্রতীত্যসমুৎপাদেই নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল।

৮. উপসংহার

পরিশেষে বলা যায়, বৌদ্ধ দর্শনে প্রতীত্যসমুৎপাদ কেবল একটি শুষ্ক দার্শনিক কার্যকারণ তত্ত্ব নয়; এটি একাধারে যুক্তিবিদ্যা, মনস্তত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব এবং পরম মুক্তির সোপান। যদি দুঃখ কোনো দৈব অভিশাপ হতো, তবে তার কোনো নিবৃত্তি সম্ভব হতো না। কিন্তু দুঃখ যেহেতু কতকগুলি সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ শর্তের অধীন, সেহেতু সেই শর্তগুলিকে জ্ঞান ও সাধনার মাধ্যমে অপসারিত করলেই পরম শান্তি ও নির্বাণলাভ সম্ভব।

ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত যথার্থই উপসংহার টেনেছেন যে, বুদ্ধের চতুরার্য সত্য এবং আটটি মার্গ মূলত কার্যকারণ বিজ্ঞানেরই চূড়ান্ত নৈতিক ও প্রায়োগিক রূপায়ণ। কারণের সমুৎপাদই সংসার, আর কারণের নিরোধই হলো নির্বাণ।

আকর গ্রন্থ ও সহায়িকা নির্দেশিকা:

১. ড. সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ড. ধীরেন্দ্রমোহন দত্ত — *An Introduction to Indian Philosophy* , সপ্তম সংস্করণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রূপা পাবলিকেশন্স, অধ্যায় ৪: The Bauddha Philosophy (পৃষ্ঠা ১১৯–১৬০)।
২. ড. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — ভারতীয় দর্শন, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা।
৩. আচার্য নাগার্জুন — মূলমধ্যমককারিকা (প্রতীত্যসমুৎপাদ পরীক্ষা)।
৪. ড. বিমানবিহারী মজুমদার — বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, কলকাতা।